ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে লোকঔষধ ও চিকিৎসা

নীতীশ ঘোষ

ওঝা, গুণিন, দাইমা প্রভৃতি সম্প্রদায় লোকচিকিৎসক নামে পরিচিত। এই সম্প্রদায়ের মানুষজন যে ধরণের ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাই হল লোকঔষধ। স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ আপদে-বিপদে, বিভিন্ন প্রকারের রোগ যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে এই লোকচিকিৎসকদের শরণাপন্ন হয়েছে। ভুলের পর ভুল শোধন এবং গোষ্ঠীগত ব্যবহারে সাফল্যপ্রাপ্তি লোকঔষধ প্রচলনের অন্যতম মানদণ্ড। পরে ধীরে ধীরে জন্ম হয়েছে লোকজ চিকিৎসার পরিশীলিতরূপ। বর্তমান সময়ে এই লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসার স্বরূপ ও অবস্থানটি কেমন, মুর্শিদাবাদ জেলার খরগ্রাম থানার নির্দিষ্ট কতগুলি গ্রামঞ্চলের উপর ভিত্তি করে ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে উক্ত বিষয়গুলির অনুসন্ধান এই গবেষণাপত্রটির মূল ভরকেন্দ্র। কতগুলি জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। যেমন—

১. লোকচিকিৎসা প্রণালীর সাথে যুক্ত হওয়ার কারণ কী
২. কতদিন ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত আনুমানিক কতজনের চিকিৎসা করেছেন সাফল্যের হার কেমন
৩. তার আয়ের উৎস কী চিকিৎসক হিসেবে কী ধরনের পারিশ্রমিক নেওয়া হয় বা পারিশ্রমিকের পরিমাণ
৪. লোকচিকিৎসকের কী কী গুণ থাকা আবশ্যক
৫. কোন্ কোন্ রোগের চিকিৎসা করে থাকেন
৬. কী ধরনের ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী ব্যবহার করা হয়ে থাকে
৭. তাঁদের মতে এই চিকিৎসার বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ
৮. মানুষের সার্বিকরূপে ভালো থাকার ক্ষেত্রে তাদের মতামত গ্রহণ

এই মূল কতগুলি জিজ্ঞাসাকে সামনে রাখতে গিয়ে উঠে এসেছে গুণিনদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট। যা আমাদের আলোচনাকে অন্য মাত্রা দিতে সক্ষম। লোকচিকিৎসকগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার পরবর্তী আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। তার উপর ভিত্তি করে সাম্প্রতিক সময়ের নিরিখে লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসাকেন্দ্রিক একটি সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করা হয়েছে। সাক্ষাৎগ্রহণকালীন যে যে রোগ, লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসাপদ্ধতি জানা গেছে, সেগুলি হলো—

➲ **দুফুর্যা জ্বর** : এই ধরনের জ্বরে আক্রান্ত রোগীরা সাধারণত সকালের দিকে ভালো

থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করে। লক্ষণ হিসেবে বলা যায়, রোগীর খুকখুকে কাশি, গা-হাত-পা কাঁপা, সন্ধ্যের দিকে জ্বরের মাত্রা বৃদ্ধি, রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এই জ্বর স্থায়ী হয়।

এই জ্বরের চিকিৎসা স্বরূপ 'দোফোর ফুটি' গাছের মূলকে লোকচিকিৎসক নিবারণ লেট, ঔষধ হিসেবে প্রদান করে থাকেন। শিকড়কে তিন টুকরো করে, এক টুকরোকে গঙ্গা জলের সঙ্গে বেঁটে খাওয়ার পরামর্শ দেন। বাকি দু টুকরো মূলকে মন্ত্রপূত করে সাদা সুতো দিয়ে হাত ও পায়ে বাঁধার নির্দেশ দেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাম হাত ও ডান পা এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ডান হাত ও বাম পায়ে ধারণের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এছাড়া গরম ভাত জলে ছেঁকে, পেঁপে সিদ্ধ, অতি অল্প পরিমাণ নুন; সঙ্গে পুকুরের 'বোল্য কাঁকড়া' (মোটা কাঁকড়া) সংগ্রহ করে তাকে সিদ্ধ করার পর খোলা ছাড়িয়ে পেটের গর্ত ও পীঠের সংলগ্ন অংশে থাকা তেলটুকু সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। ঐ তেল ভাত ও পেঁপে সিদ্ধকে ভালো করে চটকিয়ে প্রস্তুত খাদ্যটিকে সাত দিন ধরে রোগীকে খাওয়ার পরামর্শ দেন।

➲ **দেবতার ছটা** : এই রোগে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ হলো—

১. রোগী 'চকাবকা' করে তাকাবে
২. সবাই কথা বলবে না
৩. ধূপ সন্ধ্যার গন্ধে ভর ভর ভাব লক্ষিত হবে
৪. ধূপের অতিরিক্ত গন্ধে রোগী বাড়ির বাইরে চলে যাবে
৫. আলো রোগীর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠবে
৬. তীব্র আলোতে রোগী চিৎকার করতে থাকবে

আমাদের মনে হয় দৈনন্দিন জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ঘটনার অভিঘাতে, আকস্মিক ভীতিজনক কোনো ঘটনা দর্শনে বা শ্রবণে মস্তিষ্ক আঘাতপ্রাপ্ত হলে স্নায়বিক পরিবর্তন জনিত কারণে ব্যক্তি বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করতে থাকে। যা লোকচিকিৎসক নিবারণ লেটের ভাষায় 'দেবতার ছটা' নামে অভিহিত। এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। ১. প্রথমে তিনি খড়ি পেতে নিশ্চিত হন যে তার আসলে রোগটা কী, খড়ি পাতার পদ্ধতিটি নিম্নরূপ—প্রথমে রোগীর পরিবারের যে-কোনো প্রতিনিধির সামনে বিজোড় সংখ্যক ঘর এঁকে দেন। তারপর প্রত্যেকটি ঘরে মানুষ, দেবতা, অপদেবতা, গোদানা, প্রেতাত্মা প্রভৃতি চিহ্নিত করেন। কোন্ ঘরে কার অধিষ্ঠান তা মনে মনে ঠিক করেন গুণিন নিজে। তারপর রোগীর প্রতিনিধিকে খড়ি পাতা যেকোনো একটি ঘর ধরতে বলেন। তারপরেই গুণিন বলে দেন, রোগীর এমন আচরণের কারণ ও প্রতিকারের উপায়।

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো 'কুলো দর্পণ'। এর জন্য তিন জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। আর দরকার হয় লোহার কাঁচি অথবা লোহার পেরেক জাতীয় দ্রব্য। রোগীর পরিবারের যে কেউ একজন লোহার কাঁচি অথবা পেরেকের সাহায্যে কুলোকে আড়াআড়িভাবে ধরে রাখেন। কুলো দেখে তিনি নির্ণয় করেন রোগী ও তার পরিবারের কী করনীয়। 'দেবতার ছটা'র ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো বিশেষ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেবতার স্থানে গিয়ে পুজো দেবার পরামর্শ দেন।

প্রদান করে থাকেন। প্রদত্ত ঔষধিমুলকে ঈশান কোণে 'থারো করে' (উলম্বভাবে) মন্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে দেন। এই ঔষধের কার্যকাল মাসাধিককাল পর্যন্ত থাকে বলে তিনি জানিয়েছেন। এই ঔষধি মূল স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বার, তিথির কথা উল্লেখ করেননি। এই সমস্ত রোগের চিকিৎসাস্বরূপ তিনি কোনো পারিশ্রমিক দাবি করেন না। এতে গুরুর নিষেধ আছে বলে তিনি জানান। খুশি মনে কেউ কোনো উপহার দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

➲ **গর্ভপাত, 'শুঁকনোলাগা' ও 'আইর্যালাগা' রোগ ও চিকিৎসা :** এলাকায় দাইমা নামে পরিচিত বিজুলি হাজরা গর্ভপাতের ঔষধ ও পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই গর্ভপাতের জন্য 'ব সুতো' (তাঁতের সুতো) মন্ত্র পড়ে দশটি গিঁট বেঁধে দিতেন, সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হতো তাল গাছের মাথা থেকে প্রাপ্ত একপ্রকার ঔষধ। এই ঔষধপ্রযুক্ত মন্ত্রপুত 'ব সুতো' টিকে নাভিদেশে বেঁধে রাখার পরামর্শ দেওয়া হতো।

তৎকালীন সময়ে নবজাতকের হওয়া বিভিন্ন রোগ ও তাঁর ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ঔষধের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। প্রথমেই তিনি শিশুদের 'শুকনো লাগা' বলে একধরনের রোগের নাম উল্লেখ করেছেন। সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর নবজাতকের দেহ ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকলে তাকে 'শুকনো রোগ' বলা হয়। তাঁর কথায় শিশুর হার-মাষ লেগে যাওয়া রোগ। এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি ঔষধ প্রদান করতেন। ঔষধ হিসেবে নাম না জানা একধরনের ঘাসের উল্লেখ করলেন। ঘাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'ঝাঁপ ধরা ও মুটা মূল, শীষের ডগায় ছোটো ছোটো ফুল থাকে' বলে উল্লেখ করেছেন। সঙ্গে 'হাতির লাদ' (মল)-এর মিশ্রণ ব্যবহার করতেন। এই দুই উপাদানের সংমিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করতেন। রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সাত দিন ধরে ঔষধ লেপনের পরামর্শ দিতেন। ঔষধের সঙ্গে মন্ত্রও প্রয়োগ করা হত, 'মা ষষ্টির দয়' দিয়ে। এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে শুকনো শিশুর দেহ ঝাঁপ ধরা ঘাসের মতো শিশুর শরীরও ঝেঁপে উঠবে ও ঘাসের মুলের মতোই মোটা হবে।

এরপর তিনি শিশুদের 'আইর্যো লাগা' নামে একধরনের রোগের নাম উল্লেখ করেছেন। নবজাতক কোনো কারণে মাতৃস্তনপানে অসমর্থ হলে, স্তনে দুধের ঘাটতি দেখা দিলে, শিশুরা ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে একেই তিনি 'আইর্যা লাগা' রোগ বলেছেন। এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি 'এক লাদারি' গাছের শিকড় দিয়ে লাল সুতো জড়িয়ে বালা তৈরি করে দিতেন। এই বালা পরিধানের শুভ বার হিসেবে রবিবারকেই ধরা হতো। কোনও কোনও শিশু দীর্ঘক্ষণ কাঁদলে সেই রোগকে তিনি 'ছেলে কাঁদা' বা 'নজর দেওয়া' রোগ বলেছেন। এর চিকিৎসা হিসেবে তিনি মন্ত্রপুত 'লাল কার' (সুতো) প্রদান করতেন। গর্ভবতী মায়েদের সুস্থভাবে সন্তান প্রসবের জন্য তিনি বেশ কিছু পরামর্শ দিতেন। যেমন—

১. ঢেঁকিতে ধান ভাণার পরামর্শ।
২. প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় করে সিঁড়িতে ওঠা নামা করা।
৩. শাক সব্জি জাতীয় খাবার বেশি করে খওয়া।
৪. মাটিতে বা ভূতলে শক্ত বিছানা গ্রহণ।
৫. ঘর নিকানো জাতীয় কর্ম থেকে বিরত থাকা।

এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত এই কাজগুলির ফলে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব যন্ত্রণা অনেকটাই লাঘব হয়। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় সিজারের প্রবণতা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তিনি গর্ভবতী মায়েদের অত্যধিক পরিমাণে ভিটামিন যুক্ত খাবার খাওয়া ও অলসতা এবং কর্মহীনতাকে দায়ী করেছেন। সঙ্গে অসাধু চিকিৎসকের ব্যবসায়িক মনোভাবের কথাও উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে কোনো গর্ভবতী নারী বা তাঁর পরিবারবর্গ এই দাইমার প্রতি আস্থা রাখতে অপারগ। এমনকি নারীদের গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করার মতো মানসিকতার অভাবও এই 'দাই মা', সম্প্রদায়ের অবলুপ্তির অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া লোকচিকিৎসক সহদেব মণ্ডল যে যে রোগের চিকিৎসা করে থাকেন সেগুলি হলো—

➲ **মাকড়সার বিষ রোগ** : এই রোগে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণ হলো, চর্মের উপরিভাগে ঘামাচির মতো লাল রঙের স্ফোটক দেখা যাবে এবং তা চাক চাক আকারের হবে। অনেকটা বসন্ত রোগের ন্যায় ঘা হবে, চর্ম থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হবে। এই রোগের চিকিৎসা হিসেবে তিনি এক বালতি পরিষ্কার জল মন্ত্রপুত করে দেন যা 'জলপড়া' বা জলসড়া' নামে পরিচিত। এই মন্ত্রপুত জলে স্নান করার নির্দেশ দেন। পরপর তিন দিন একই পদ্ধতি অবলম্বন করার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে জল নিয়ে যাওয়ার সময় মন্ত্রপূত জলে কোনভাবেই নখ ডোবানো চলবে না। প্রতি মাসে প্রায় দু-তিন জন এই ধরনের রোগীর সমাবেশ ঘটে।

➲ **পিল্যাকাটা রোগ** : এছাড়া গোরুর 'পিল্যা কাটা' নামে একধরনের রোগের চিকিৎসা তিনি করে থাকেন। গরুদের এই রোগ 'আগ পিল্যা', 'পিছ পিল্যা' ও 'ডগরা পিল্যা' নামে তিন প্রকারের হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। এরমধ্যে 'ডগরা পিল্যা' সবচেয়ে ভয়ংকর হয়ে থাকে। এই রোগে আক্রান্ত হলে গরু স্থির থাকতে পারবে না। তাঁর ভাষায়—"গরু ধরফর করবি, মাজা থারো হবে না, মাজা ট্যানবি।" ছটফট করবে। এই রোগের চিকিৎসা হিসেবে তিনি প্রথমে একটি ছবি আঁকেন। আটখান দাগ দিয়ে ছবি আঁকেন। এই আটখান দাগ মূলত গোরুর পাঁজরের আটটি হাড়ের ছবি। এই রোগ গোরুদের হাড়ে হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। এর পর মন্ত্রপ্রয়োগের মাধ্যমে ছবি আকারে আঁকা আটটি হাড়ের মধ্যে যেগুলো আক্রান্ত হয়েছে সেই হাড়গুলোকে খড়ি দিয়ে কেটে দেন। এই পদ্ধতিতে গরু ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠে।

ক্ষেত্রসমীক্ষার নিরিখে বর্তমান সময়ে ও পূর্ববর্তী সময়ের লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা সম্পর্কে কতগুলি সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি। যেমন—

১. লোকঔষধ এবং লোকচিকিৎসার বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আঁসছে। এটি মূলত পরিবারকেন্দ্রিক ও ঐতিহ্য পরম্পরা থেকে আগত।
২. তাঁদের প্রদত্ত সমস্ত ঔষধ যে ঔষধিগুণ সম্পন্ন তা নয়, তবে বেশিরভাগ ঔষধের নিরাময়গুণ অস্বীকার করা যায় না।
৩. চিকিৎসায় কোনো কোনো ভেষজ পদার্থ বা গাছ ব্যবহার করেন, তা সব সময়ই গোপন রাখতে চান। ঔষধ ও চিকিৎসা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে গুরুকরণ আবশ্যিক।
৪. তাঁদের চিকিৎসার মূল লক্ষ্য মানুষের সেবা ও রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ও পথ বলে দেওয়া। পারিশ্রমিক বড় ব্যাপার নয়, সেখানে কোনও ব্যবসায়িক

মুনাফা নেই। এই ধরনের পেশা তাঁদের মূল জীবিকা নয়।

৫. প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে ঔষধ হিসেবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যকে অন্যতম মানদণ্ড রূপে বিবেচনা করা হয়।

৭. তাঁরা মানুষের পাশাপাশি গৃহপালিত পশুদেরও চিকিৎসা করে থাকেন।

৮. যে-কোনো ধরনের মন্ত্রের প্রভাবে মানুষ আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে, আত্মবিশ্বাস অর্জিত হয়, মনের ভীতি দূর করে; যা আরোগ্য লাভের অন্যতম শর্ত।

৯. সব মানুষের মধ্যে নিজ নিজ রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বিদ্যমান। লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসার অন্যতম সুফল হল, বেশিরভাগ ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করার মানসিক ক্ষমতা সঞ্চারিত করে। শরীর নিজেই নিজেকে অনেক রোগ সারিয়ে তোলার সময়টুকু পায়। আর এক্ষেত্রে ঔষধ সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই লোকঔষধের প্রভাবে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। যা মানব শরীরের পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক।

১০. মন্ত্রের আভিচারিক ক্রিয়াগুলি রোগ সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

১১. সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদলের ফলে লোকঔষধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর নিজের চেহারা ধরে রাখতে পারেনি। সেটা সম্ভবও নয়।

১৩. এখনও গ্রামে গঞ্জে এই লোকঔষধ ও চিকিৎসাপদ্ধতি ফল্গুধারার ন্যায় বয়ে চলেছে। মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুদের প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু তারাই দিয়ে থাকেন।

১৪. তাঁদের ব্যবহৃত ঔষধগুলির গুণাগুণ যাচাই করে, ঔষধ নির্মাণকারী সংস্থাগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের সূচনা করতে পারেন।

১৫. তবে তাঁদের কথা অনুযায়ী বেশিরভাগ ঔষধি গাছ এখন পাওয়া যাচ্ছে না। আগাছা অভিধায় মানুষ নষ্ট করে ফেলছে। কৃষিব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও নগরায়ণকেও অনেকটা দায়ী করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে জমিতে কিংবা ডাঙার ফসলে অত্যধিক পরিমাণে সার ও কীটনাশক দেওয়ার ফলেও তার আশেপাশে থাকা ঔষধি লতাগুল্মগুলোর ঔষধিগুণ নষ্ট হতে বসেছে।

লোকচিকিৎসকগণের পরিচিতি ও চিত্রসমূহ

১. নাম : গৌরাঙ্গ লেট, পিতা : মণিভূষণ লেট, গ্রাম : শিমুলিয়া পাড়া, পোস্ট : ঝিকরহাটী, থানা : খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, আধার নম্বর : ৮৫৫৪ ৭৯৫৬ ৬০৮৯, বয়স : ৭০ বছর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ০৯/০৮/২০২০

২. নাম : বিজুলি হাজরা, পিতা : ভোলানাথ হাজরা, গ্রাম : শীতলগ্রাম, পোস্ট : ঝিকরহাটী, থানা : বড়ঞা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, আধার নম্বর : ৩৫১০ ৮৫৩৬ ১১৩৯, বয়স- ৭৩ বছর, আয়ের উৎস- বিধবা ভাতা, পেশা- ধাত্রীবিদ্যা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ- ১২/০৮/২০২০

৩. নাম : নিবারণ লেট, পিতা : লালু লেট, গ্রাম : শিমুলিয়া চক, পোস্ট : ঝিকড়হাটি, থানা : খরগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বয়স : ৪৮ বছর, পেশা : দিনমজুর, মাসিক আয় : ১৫০০ টাকা।

গোত্র : কাশ্যব, জাতি : তপসিলি (বাগদী), আধার নং : ৮০১৪ ৫০০১ ৮৯৩৫ সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ১৩/০৮/২০২০

৪. সহদেব মণ্ডল, পিতা : শান্তি মণ্ডল, গ্রাম : উপলাই, পোস্ট : ঝিকরহাটী, থানা: খড়গ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬৮, বয়স : ৫৯ বছর, পেশা : কৃষিকাজ, গোত্র : কাশ্যব, মাসিক আয়-২০০০/- টাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ: ২০/০৮/২০২০

৫. নাম : গণেশ গোস্বামী (ভুঁইমালী), পিতা : শ্রীমৎ ধরণীধর গোস্বামী (ভুঁইমালী), গ্রাম : শীতলগ্রাম, পোস্ট : ঝিকরহাটী, থানা : বরঞা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বয়স: ৬৫ বছর, পেশা : কৃষি কাজ ও তন্ত্রসাধনা, মাসিক আয় : ১০০০/- টাকা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২২/০৮/২০২০

৬. নাম : রাধাগোবিন্দ চক্রবর্তী, পিতা : বোধন কুমার চক্রবর্তী, গ্রাম + পোস্ট : তারাপীঠ, তারাপীঠ ধাম (চণ্ডীপুর), জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২৩৩, বয়স: ৫৯ বছর, পেশা : পুজাপাঠ ও তন্ত্রসাধনা
মাসিক আয় : ২০০০/- টাকা, আধার নম্বর : ২৪৭৯ ৪২২৬ ১৩৮২,
সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ : ২৪/০৮/২০২০

লোকচিকিৎসকগণের সঙ্গে কথোপকথনকালীন চিত্র

১. লোকচিকিৎসক সহদেব মণ্ডল

২. দাইমা বিজুলি হাজরা

৩. লোকচিকিৎসক গৌরাঙ্গ লেট

৪. লোকচিকিৎসক নিবারণ লেট

৫. লোকচিকিৎসক গোবিন্দ বাবাজী

৬. লোকচিকিৎসক ধরণীধর গোস্বামী